কোন পথে হাঁটবে শিশুরা?

ছোট বেলা থেকেই বড়দের বলতে শুনেছি, ‘আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ’। তখন অবশ্য ভবিষ্যতের ‘ভ’ বর্ণটা কেবল স্লেটে লেখা শিখেছি। কিন্তু প্রগাঢ় রূপে বোঝার সুযোগ হয়নি।

ভূমিষ্ঠকালীন ব্যক্তির প্রাথমিক রূপ শিশু (ঈযরষফ)। শিশু হিসেবে সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে সেই চিহ্নিত হয়ে আছে যে এখনও যৌবনপ্রাপ্ত হয়নি কিংবা বয়ঃসন্ধিক্ষণে প্রবেশ করেনি। ইউনিসেফ’র শিশুসনদে আছে ০-১৮ নিচে বয়স এমন সকলেই শিশু। জীববিজ্ঞানের ভাষায় – মনুষ্য সন্তানের জন্ম এবং বয়ঃসন্ধির মধ্যবর্তী পর্যায়ের রূপ হচ্ছে শিশু। চিকিৎসাশাস্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী মায়ের মাতৃগর্ভে ভ্রুণ আকারে অ-ভূমিষ্ঠ সন্তানই শিশু। এই শিশুদের জন্য প্রতি বছর স্বীকৃত একটা বিশেষ দিনও থাকে, যাকে আমরা বলি শিশু দিবস।

১৯২৫ সালে শিশু কল্যাণ বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের সময় জেনেভাতে প্রথম আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল। শিশু দিবস বাচ্চাদের সম্মানে প্রতিবছর পালিত একটি স্মরণীয় দিন। প্রতিটি দেশের সিদ্ধান্তানুসারে দিনটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনটিকে শিশু দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ১৭ মার্চ শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১ জুন ১৯৫০ সাল থেকে বেশিরভাগ কমিউনিস্ট এবং উত্তর-পূর্ববর্তী কমিউনিস্ট দেশগুলিতে দিনটি উদযাপিত হয়। ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর ইউএন-ইউনাইটেড নেশন(টঘ) জেনারেল অ্যাসেমব্লির মাধ্যমে শিশু অধিকারের ঘোষণার স্মরণে বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়।

শিশু দিবস পালন করার যথার্থ মর্ম আমরা কতটুকু বুঝি? নিজের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখি? আমার ঘরের শিশুটি কতটুকু নিরাপদ? সে কি নিজেকে বিকশীত কিংবা মুক্তমনা করতে পারছে? শতাংশের অবস্থানে দেখা যাবে অর্ধেকেরও নিচে বসবাস আমাদের। তার একটা বিশেষ কারণও আছে। শিশু হিসেবে বেড়ে ওঠা আগামীর অগ্রদূত নিজের মতো বাঁচতে শেখার আগেই ঘটে বড় বিপত্তি।

একটা শিশুর জন্মের পর তাকে দেখতে আসা শুভাকাক্সিক্ষরা প্রথমে কোলে তুলে নিয়েই বলেন, মণি/বাবু তোমাকে কিন্তু চাচার মতো হতে হবে। কেউ বলেন তোমাকে নানার মতো হতে হবে, আবার কেউবা বলেন খালার মতো হতে হবে। মা-বাবার সামাজিক অবস্থান যদি অন্যের কাছে

বাইরে নয়। মূলত এটা বোধশক্তি ও দৃষ্টি ভঙ্গির বিষয়।

“ যখন যেমন মনে করি তাই হতে পাই যদি, আমি তবে এক্ষুণি হই ইচ্ছামতি নদী”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাও বলে দেয় শিশুরা ওদের ইচ্ছা মত করে বাঁচতে চায়। আপনিতো অভিভাবক অর্থাৎ শিশুর মঙ্গলকামনাকারী, চিন্তক এবং পথ নির্দেশক। ওকে চার দেওয়ালের গন্ডিতে বাঁধবেন না। ওকে বলবেন রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে হাঁটতে হয়, কখনও সে ডান পাশে যাবে না। ক্লাসের ‘সেরা’ শব্দ দখল করতে বইয়ের বোঝা পিঠে চাপাবেন না। সাঁতার কাটাতে শেখান, ডুববে না। কাদা-মাটি মাখুক, মন নোংড়া হবে না। গল্পে গল্পে বাংলার ইতিহাস জানান, শেকড়ের টান বিনষ্ট হবে না।

মাঝে মাঝে গ্রামীণ পরিবেশে নিয়ে যান, দেখবেন সে কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতি, গাছ, মাছ, পশু, পাখি সহ পরিবেশকে ভালোবাসতে শিখবে। নিয়মিত প্রার্থনালয়ে নিয়ে যান, কখনও সে অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি হিংসা, অশ্রদ্ধা শিখবে না। সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করুন, বিপথ উঁকি দেবে না। সাইকেল চালাতে শেখান, আপনার সন্তান পিছিয়ে থাকবে না। লেখ্য, কথ্য, আঞ্চলিক যা হোক বাংলা ভাষা শেখান, সে ইংরেজিতে গালা গাল দেবে না।

শিশুর সামনে শিক্ষামূলক কিছু দেখুন, ভবিষ্যতে শিশুটি মোবাইলে গেম কিংবা অলীক স্বপ্নে ভাসবে না। আপনি ওর মতামত শুনুন, নৈতিক শিক্ষা দিন দেখবেন কখনও সে আপনাকে মেরে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না। ভুল করলে শিশুর গায়ে আঘাত না করে সঠিকটা উপস্থাপন করুন। আপনার কাছে আকাশের রং নীল হলেও শিশুর কাছে কালো, লাল বা অন্য যেকোন রং হতে পারে। কারণ আকাশটা শিশু দেখছে, আপনি নন। ওর চোখে নিজের চোখ মেলাবেন না।

আমাদের দেশে আজও বহু সুস্থ শিশু জন্মায়, কিন্তু বেশির ভাগ শিশু একটা সময় পরিবার ও সমাজের কারণে রূপান্তরিত হয় মানসীক প্রতিবন্ধীতে। শিশুর মনের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে তার মন জগতের স্তরকে ধ্বংস করা আর এর দায় বহন কিন্তু আমাদের সকলকে করতে হবে। ভেবে দেখুন দায় মুক্ত হবেন, নাকি দায়ের ভারে সারাটা জীবন ঋণী থাকবেন? সমাধানের পথ নির্বাচন নিজেকেই করতে হবে।

উন্নয়ন কর্মী
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

সুযোগ পেলেই চালের দাম বাড়িয়ে দেয় একটা গ্রুপ: খাদ্যমন্ত্রী

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, একটা গ্রুপ রয়েছে যারা সুযোগ পেলেই চালের দাম বাড়িয়ে দেয়। একটা কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা করে।

করোনার সময়েও মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার মন-মানসিকতা সবার নেই বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

রোববার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি) আয়োজিত ‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা: বাংলাদেশ কি চাল ঘাটতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে?’ শীর্ষক অনলাইন সেমিনারে তিনি একথা বলেন।

জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে সরকারি মজুদ সঠিক পরিমাণ রাখার তাগিদ দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদেরকে কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থকেই গুরুত্ব দিতে হবে। এই দুইয়ের মাঝে সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন- খাদ্য সচিব নাজমানারা খানুম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আবদুস সাত্তার মন্ডল, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান,

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান, কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হোমনাথ ভান্ডারি, এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি প্রমুখ।

এ সময় সেমিনারে যুক্ত ছিলেন- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, অধীনস্থ সব দফতর ও সংস্থার প্রধান, বিভিন্ন দাতা সংস্থা, এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

সূত্র- যুগান্তর

দেশে করোনায় মৃত্যু সাড়ে ৩ হাজার ছুঁই ছুঁই

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৪৩৮ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৯০৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৩৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৮৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৯০৭ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ২ লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৬২ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৯ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৫ জন ও নারী ৪ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ৩ হাজার ৪৩৮ জন।

এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২ হাজার ৭২১ জন আর নারী ৭১৭ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৩৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩২ শতাংশ।

সূত্র- যুগান্তর

করোনায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৯০৭

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৪৩৮ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৯০৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৩৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

সূত্র- যুগান্তর

১৫০ বারের বেশি মিথ্যা, প্রশ্নবানে সংবাদ সম্মেলন ছাড়লেন ট্রাম্প

সংবাদ সম্মেলনে আবারও মিথ্যা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এ সময় সংবাদকর্মীদের প্রশ্নের তোড়ে সংবাদ সম্মেলন ছেড়ে চলে যান ক্ষুব্ধ প্রেসিডেন্ট। শনিবার নিউজার্সিতে নিজস্ব বেডমিনিস্টারে গলফ ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনা ঘটে।

সংবাদ সম্মেলনে ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ভেটেরানস চয়েস প্রোগ্রাম তিনি পাস করেছিলেন। আদতে সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের

চিকিৎসা সহায়তা–সংক্রান্ত এই বিলটি সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পাস করেছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প অবলীলায় এই বিল পাসের কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করেন। সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, এই একই মিথ্যা দেড়শ’ বারের বেশি ট্রাম্প বলেছেন। বিষয়টি এক সাংবাদিক ধরিয়ে দিলে ট্রাম্প আর কালক্ষেপণ না করে দ্রুত সংবাদ সম্মেলন ছেড়ে চলে যান।

এর আগে সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প জোর গলায় দাবি করেন, দশকের পর দশ চেষ্টা করেও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্ট ভেটেরানস চয়েজ প্রোগ্রাম পাস করতে পারেননি। কিন্তু আমরা করেছি।

বস্তুত, ২০১৪ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রবীণদের সেনা কর্মকর্তাদের চিকিৎসা সহায়তার বিলে সই করে একে আইনে রূপান্তর করেন। এই আইনের কারণে সাবেক সেনা সদস্যরা ভেটেরান হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (ভিএ) বাইরেও সরকারি স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আসার সুযোগ পান। আইনটি প্রণয়নে ডেমোক্রেট রিপাবলিকান দুই দলই উদ্যোগই নিয়েছিল। এতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স ও অ্যারিজোনার প্রয়াত সিনেটর জন ম্যাককেইন। এই বিলের পক্ষ নেয়ার দুজনকেই শুরু থেকেই নানা ধরনের সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। পরে ওবামা বিলটি পাস করান।

এই বিলে ট্রাম্পের অবদান যে একেবারেই নেই তা কিন্তু নয়। পরবর্তীতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেটেরান–সম্পর্কিত এই আইনে সই করেন ২০১৮ সালে। সেই আইনটি হচ্ছে ভিএ মিশন অ্যাক্ট, যেখানে এই চয়েস প্রোগ্রামের আওতা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু তিনি বরাবরই ভেটেরানস চয়েস প্রোগ্রাম চালুর কৃতিত্ব দাবি করে আসছেন। সঙ্গে এও বলছেন যে এই আইনটি পাসে তার আগে গত ৫০ বছরে আসা সব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ব্যর্থ হয়েছেন।

গতকাল শনিবার এই একই মিথ্যা তিনি আবার বললে সিবিএস নিউজের হোয়েইট হাউস প্রতিনিধি পলা রেইড প্রশ্ন করেন, ভেটেরানস চয়েস প্রোগ্রাম পাস করেছেন বলে আপনি বারবার দাবি করছেন কেন? এ সময় ট্রাম্প অন্য এক সাংবাদিকের কাছ থেকে প্রশ্ন নেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি করোনাভাইরাস প্রসঙ্গ উঠান। উদ্দেশ্য ছিল, আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়া। কিন্তু রেইড বলতে থাকেন, ‘আপনি বলছেন যে ভেটেরানস চয়েস পাস করেছেন আপনি। কিন্তু এটি ২০১৪ সালে পাস হয়েছিল। আপনার এই বিবৃতি তো মিথ্যা।’

পলা রেইডের এই বক্তব্যের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প থমকে যান। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, ‘ঠিক আছে। সবাইকে ধন্যবাদ।’ এই বলে সংবাদ সম্মেলন ইতি টানেন প্রেসিডেন্ট। তিনি বেডমিনিস্টারে গলফ ক্লাব থেকে সোজা বেরিয়ে যান।

সূত্র- যুগান্তর

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বিদায় সংবর্ধনা

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীকে বিদায় সংবর্ধনা জানিয়েছে উপজেলা অফিসার্স ক্লাব।

সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে এ সংবর্ধনা জানানো হয়।

অফিসার্স ক্লাবের সহসভাপতি, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী অতিথি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দিল হাশেম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল, অফিসার্স ক্লাবের সাধারন সম্পাদক, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব।

উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকারের সন্চালনায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ডু প্রমুখ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সম্মাননা স্মারক স্বরুপ ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

এবং মুক্তিযোদ্ধা ও চেয়ারম্যানদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়।

করোনায় মৃত্যুর মিছিল ৭ লাখ ৩৩ হাজার ছাড়িয়ে

কোভিড-১৯ মহামারীতে বিপর্যস্ত বিশ্ব। কিছুতেই মুক্তি মিলছে না। রোজ হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর মিছিলে যোগ হচ্ছেন। এরই মধ্যে লাশের সারি ৭ লাখ ৩৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ওয়ার্ল্ডওমিটারস এ তথ্য জানিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক এই ওয়েবসাইটের দেয়া তথ্যানুযায়ী, বিশ্বে সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন দুই কোটি ২৫ হাজার ২৪৫ জন। আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এক কোটি ২৮ লাখ ৯৯ হাজার ৮০১ জন। মৃত্যু হয়েছে ৭ লাখ ৩৩ হাজার ৯৯৭ জনের। আক্রান্তদের মধ্যে চিকিৎসাধীন ৬৩ লাখ ৯১ হাজার ৪৪৭ জন।

আক্রান্ত ও মৃত্যুতে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে-যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ভারত ও রাশিয়া।

ওয়ার্ল্ডওমিটারসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন এক লাখ ৬৫ হাজার ৬১৭ জন।

সংক্রমণ ও মৃত্যুতে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। দেশটিতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮২। এর মধ্যে মারা গেছেন এক লাখ এক হাজার ১৩৬ জন।

আক্রান্তে তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভারতে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২২ লাখ ১৪ হাজার ১৩৭। এর মধ্যে মারা গেছেন ৪৪ হাজার ৪৬৬ জন। তবে ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৫ লাখ ৩৪ হাজার ২৭৮ জন।

রাশিয়ায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ৮৭ হাজার
৫৩৬। এর মধ্যে মারা গেছেন ১৪ হাজার ৯৩১ জন। তবে আক্রান্তদের

অধিকাংশই এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দেশটিতে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৬ লাখ ৯৩ হাজার ৪২২ জন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে তিন হাজার ৩৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনাক্ত হয়েছেন দুই লাখ ৫৭ হাজার ৬০০ জন।

গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ে। এখন পর্যন্ত ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। এই ভাইরাসকে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

সূত্র- যুগান্তর

যারা রক্তপাত ঘটিয়েছে তাদের মুখে গণতন্ত্র মানায় না: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যারা এ দেশের রাজনীতিতে রক্তপাত, হত্যা আর প্রতিহিংসা ছড়িয়েছে তাদের মুখে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলা আরেক ষড়যন্ত্রের অংশ।

তিনি সকালে ময়মনসিংহ সড়ক জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়সভায় এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের তার রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময়সভায় যুক্ত হন।

বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানি করা হচ্ছে মির্জা ফখরুলের এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে জানতে চান– রাজনৈতিক কারণে কাকে, কোথায় গ্রেফতার করা হয়েছে তা বলুন?

তিনি বলেন, অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের কোনো দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না।

ক্ষমতাসীন দল বিভিন্ন অপরাধে নিজেদের দলের লোকদেরও ছাড় দিচ্ছে না উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, তা হলে বিএনপি সমর্থিত কোনো অপরাধী গ্রেফতার হলে অভিযোগ কেন?

সূত্র- যুগান্তর

মানসিক চাপ দূর করে লবঙ্গ

লবঙ্গের গুণাগুণ শুধু রান্নাতেই নয়, তার বাইরেও আছে। সুস্বাস্থ্যে লবঙ্গ নানাভাবে আমাদের উপকারে আসে।

যেমন-

১) দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পেলে লবঙ্গ চিবিয়ে খেলে যন্ত্রণা কমবে।
২) লবঙ্গ মুখে রাখলে বা জলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লবঙ্গ তেল মিশিয়ে খেলে আপনার বমি বমি ভাব দূর হবে।

৩) হাল্কা গরম পানিতে ১০ ফোঁটা লবঙ্গ তেল ও মধু যোগ করে, সেটা খেয়ে নিন। ভাইরাল ফিভারে কাজে দেবে।

৪) মানসিক চাপ দূর করে লবঙ্গ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে শিথিল রাখতে সাহায্য করে। লবঙ্গের সঙ্গে তুলসি পাতা, পুদিনা পাতা ও দারচিনি মিশিয়ে আপনি ফ্লেভার্ড চা তৈরি করতে পারেন।

৫) সর্দি, কাশিতে লবঙ্গ খেলে আরাম পাওয়া যায়। কফ দূর হয়। নিঃশ্বাসে বাজে দুর্গন্ধও দূর হয়।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]!

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [